بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা ও চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও স্বর্ণালী উপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.) যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হওয়া। পাশাপাশি আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাও ছিল তাঁর শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর লক্ষ্য ছিল সকল মুসলমান যেন একটি একক জাতি (উম্মতে ওয়াহিদা) হয়ে একে অপরের ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ আমরা মুখে কলেমা পড়ার দাবি করলেও বাস্তবে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারিনি। আমাদের কর্মগুলো সেই মহান শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা আমরা প্রচার করি। ফলে আজ যখন আমরা মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকাই, তখন এক অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক মুসলিম দেশের কাছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির দরবারে তাদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মর্যাদা নেই। দ্বীনের উন্নতির জন্য তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখা যায় না এবং ইসলামি শিক্ষা অনুসরণের ক্ষেত্রেও তেমন কোনো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নজরে আসে না। এর ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট-আমাদের এই অনৈক্য এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আজ অমুসলিম বা অপশক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে এবং আমাদের এই করুণ পরিস্থিতির ফায়দা লুটছে।

মুসলমানদের উচিত এই প্রচেষ্টা করা যে, একটি ইসলামি জাতি হিসেবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং এর জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। যদি এমনটি হয়, তবেই আমরা দুনিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারব, তবেই আমরা নিজেদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোকে আমাদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখতে পারব। এর জন্য আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগে এর জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই

উদ্দেশ্যেই মসীহ্ মাওউদ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেমনটি আমি বলেছি, আমি দীর্ঘ সময় ধরে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই লোকেরাই যারা তখন আমার কথা শুনে বলত যে, তুমি দুনিয়া সম্পর্কে খুব হতাশাজনক কথা বলো এবং নেতিবাচক ধারণা পোষণ করো যে দুনিয়া বিপজ্জনক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে-আজ তারাই নিজেরা স্বীকার করছে যে, কয়েক বছর আগে যে জিনিসটিকে আমরা অসম্ভব মনে করতাম, এখন সেটিই সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন: পশ্চিমা শক্তিগুলো আগে মুসলিম দেশগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়েছে এবং এখন তাদের সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের এটা বোঝা উচিত যে, এই দাজ্জালি শক্তিগুলো কখনোই আমাদের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে দেখতে চায় না। তাদের মূল এজেন্ডাই হলো মুসলমানদের মধ্যে সর্বদা ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রাখা।

আমেরিকা অনেক মুসলিম দেশে তাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে, কিন্তু কেন? এই দেশগুলোর সুরক্ষার জন্য? শেষ পর্যন্ত এই আরব দেশগুলোর বিপদটা কাদের কাছ থেকে ছিল? এই শক্তিগুলো নিজেরাই বিপদ তৈরি করেছে এবং তারপর মুসলিম দেশগুলোকে এই ধারণা দিয়েছে যে, তোমাদের বিপদ আছে, তাই তোমাদের সুরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর প্রকৃত যে শত্রুর কাছ থেকে ঝুঁকি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তো এই সামরিক ঘাঁটিগুলো কখনোই ব্যবহার করা হবে না।

ইরান তো সবসময়ই এই দেশগুলোর কাছে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের নীতি ছিল অনেক বেশি কঠোর, এছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে আকীদা-বিশ্বাসেরও পার্থক্য ছিল। এই সবকিছুর ফায়দা তুলেছে সেই বৈশ্বিক শক্তিগুলো এবং এই অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়েছে। এই সামরিক ঘাঁটিগুলোর কারণেই আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণের ঝুঁকি ছিল এবং আক্রমণ হয়েছেও, আর সেই আক্রমণে আরব দেশগুলোর অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতির ফায়দা সেই বৈশ্বিক শক্তিগুলোই পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) ইরাক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন যে, এই বিশৃঙ্খলা এখন বাড়তে থাকবে। হায়! মুসলিম দেশগুলো যদি এর থেকে শিক্ষা নিত!

হুযূর আনোয়ার আরোও বলেন, এই বিশৃঙ্খলা মূলত এই বৈশ্বিক শক্তিগুলোরই ছড়ানো এবং দৃশ্যত এটি থামার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে যদি আল্লাহ্ তা'লার কোনো বিশেষ তাকদীর (সিদ্ধান্ত) থাকে, সেটি ভিন্ন কথা। এজন্য তাদের (অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোর) অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরও এর জন্য দোয়া করতে হবে। এই যুলুম যেভাবে দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে একটি বড় আকারের বিশ্বযুদ্ধ হতে যাচ্ছে। বরং কিছু পশ্চিমা ভাষ্যকারের মতে, বিশ্বযুদ্ধ শুরুই হয়ে গেছে। আমিও এটাই বলি যে, এটি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো যদি মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে, তবে তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা আমেরিকার ইরান আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হলেও, ইরান আগেই সতর্ক করেছিল যে, যদি তাদের ওপর হামলা করা হয়, তবে তারা আরব দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালাবে এবং ঠিক সেটাই হয়েছে। তারা 'রেজিম চেঞ্জ' বা সরকার পরিবর্তনের স্লোগান দিয়েছিল, কিন্তু তাতে কী অর্জিত হলো? খামেনি সাহেব তো শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন এবং তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে; তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করার পরেও সেই তথাকথিত সরকার পরিবর্তন হয়নি, বরং তাঁর জাতি আরও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর নিজস্ব কোনো প্রতিরক্ষা শক্তি নেই, তাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা পশ্চিমা শক্তির ওপর। এই যুদ্ধ এখন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

আরব শক্তিগুলো একদিকে যেমন তেলের কূপ বন্ধ হওয়ার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, অন্যদিকে এই যুদ্ধে মার্কিন প্রতিরক্ষা সুবিধা গ্রহণের খরচও তাদের বহন করতে হবে। এসব কিছুর কারণে আরব বিশ্বের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পূর্ববর্তী মার্কিন সরকারগুলোর নীতিই অনুসরণ করছেন। এটি আজকের কোনো নতুন নীতি নয়, বরং বহু কাল ধরেই এই নীতি চলে আসছে যে, এই অঞ্চলের সম্পদ যেখানে ইচ্ছা দখল করো এবং এর স্বপক্ষে যে কোনো অজুহাত বা কারণ দেখাও। যে দেশ তাদের সাথে যোগ দেয় না, তাদের বিরুদ্ধে হুমকি ও ধমকি প্রদান করা হয়।

হুযূর আনোয়ার বলেন: ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন স্প্যানিশ নারী সদস্য সেখানে খুব স্পষ্টভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে, আমেরিকার কোনো যুদ্ধেই নারীরা মুক্তি পায়নি। যেহেতু তিনি নিজে একজন নারী, তাই তিনি নারীদের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। কারণ তারা (আমেরিকানরা) যে দাবি করে যে, আমরা ইরানি নারীদের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি-এটা পুরোটাই মিথ্যা। এর মাধ্যমে ইরানি নারীরা কখনো মুক্তি পাবে না। আমেরিকা কখনো কোনো নারীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেনি এবং তাদের স্বাধীন করতেও সক্ষম হয়নি। যেখানে ন্যায়বিচার নেই, সেখানে ধ্বংস অনিবার্য। এই শক্তিগুলো শত শত শিশু ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে; এটা কেমন যুদ্ধ যেখানে শিশুদের স্কুলে বোমা হামলা চালানো হচ্ছে অথচ কেউ এর জবাবদিহি করার নেই?

ইসলাম তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই মুসলিম দেশগুলোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এই শক্তিশালী দেশগুলোকে নিজেদের খোদা মনে করো না; অন্যথায় তারা একে একে সমস্ত মুসলিম দেশ ও তাদের সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করবে।

কুরআন করীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হল, **"যদি মু'মিনদের দুটি দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। মীমাংসা হওয়ার পরও যদি তাদের মধ্যে কোনো একটি দল অপরটির ওপর আক্রমণ করে তবে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সবাই মিলে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। আর যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে তখন ন্যায় ও সুবিচারের সাথে তাদের মধ্যে পুনরায় মীমাংসা করে দাও।"**

এটি এমন একটি নির্দেশ যা পৃথিবীর শান্তির জন্যও জরুরি এবং মুসলমানদের জন্য তো এর গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে এই নির্দেশনা দিয়েছেন। মীমাংসা করার সময় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখা উচিত নয়, বরং মূল সমস্যার ফয়সালা করা উচিত। চীন এবং অন্যান্য কিছু দেশ মীমাংসা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে, ইরানসহ এই আরব দেশগুলোর উচিত সেদিকে মনোযোগ দেওয়া।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন: মুসলিম বিশ্ব যদি এই কথাটি বুঝত! আল্লাহ্ তাদের সুবুদ্ধি দিন। যাই হোক, আমাদের কাজ হলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব এবং নিরপরাধ মানুষদের জন্য দোয়া করা। রমযানের মাসে বিশেষ করে শুধু নিজের ব্যক্তিগত দোয়ার দিকেই মনোযোগ দেবেন না, বরং উম্মতে মুসলিমার জন্যও দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাদের সুবুদ্ধি দান করুন যাতে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং মুসলমান যেন মুসলমানের ঘাতক না হয়। এই লোকেরা যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করছে, এই কাজের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তোষের পাত্র হচ্ছে। এমন লোকেরা কেবল এই জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত নয়, বরং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই বিষয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রকৃত অর্থে দোয়ার তৌফিকও দান করুন।

খুতবার দ্বিতীয় অংশে হুযূর আনোয়ার (আই.) কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

১. মুহতারামা সাহিবযাদী আমাতুল জামিল সাহেবা: তিনি ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এবং নাসির মাহমুদ সিয়াল সাহেবের স্ত্রী। তিনি হযরত চৌধুরী ফাতেহ মুহাম্মদ সিয়াল (রা.)-এর পুত্রবধূ এবং হযরত সায়্যিদা মারিয়াম বেগম সাহিবা (উম্মে তাহের)-এর কন্যা ছিলেন। ১৯৫৫ সালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর নিকাহ পড়িয়েছিলেন। তিনি চার সন্তানের জননী ছিলেন এবং অত্যন্ত দয়ালু, দোয়াকারী ও পুণ্যবতী মহীয়সী নারী ছিলেন।

২. মুকাররম ড. রশীদ আহমদ খান সাহেব (হল্যান্ড): মুকাররম নিযামুদ্দীন সাহেবের পুত্র ড. রশীদ আহমদ খান ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি চার পুত্র ও চার কন্যার জনক ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নেক স্বভাব, নির্ভীক, খোদাভীরু, মিশুক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি খিলাফতের অনুরাগী ও ত্যাগের জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। মরহুমের তাবলিগের প্রতি অনেক অনুরাগ ছিল।

৩. মুকাররামা জয়নব বিবি সাহেবা: চক করতারপুরের প্রাক্তন জামা'ত প্রেসিডেন্ট মরহুম বশীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী জয়নব বিবি সাহেবা ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি একজন মুসিয়া (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। তিনি তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াকারী ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতকারী পুণ্যবতী নারী ছিলেন। তাঁর এক কন্যা একজন মুবাল্লিগ -এর স্ত্রী, যিনি তাঁর মায়ের জানাযায় শরিক হতে পারেননি।

হুযূর (আই.) তাদের ক্ষমা ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্যও দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

6 March 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in